যুগান্তর

24 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সমস্যায় জর্জরিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

মেহেদী কবীর, *শাবি থেকে*

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) প্রধান ফটক হয়ে কিলোরোড পেরিয়ে একটু সামনে এগোলেই হাতের বামে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (লাইব্রেরি) ভবন। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে তিনটি কক্ষ ও সাড়ে ছয় হাজার বই নিয়ে যাত্রা শুরু করা লাইব্রেরিটি সময়ের বিবর্তনে পরিধি বাড়লেও নানাবিধ সমস্যার বেড়াজালে বন্দি। উন্মুক্ত রিডিং রুম নেই, বই সংকট, সঙ্গে ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার কারণে খুব বাধ্য না হলে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগার ভবনে আসেন না বললেই চলে। দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বাইরে থেকে ইচ্ছামতো বই-নোট নিয়ে প্রবেশ করতে পারলেও শাবিপ্রবিতে তার অনুমতি নেই। এছাড়া ফ্রি ওয়াইফাইয়ের পর্যাপ্ত গতি না থাকায় সেমিনার পেপার, টার্ম পেপার কিংবা রিসার্চের কাজ করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। রিডিং রুমসহ লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় কিছু কর্মসূচি পালন করলেও এসব সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

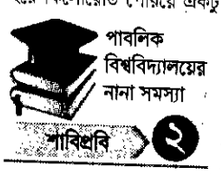

জর্জরিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরেজমিন দেখা যায়, চারতলা লাইব্রেরি ভবনের নিচতলায় রয়েছে রিসার্চ সেন্টার, আইকিউএসি, সেন্টার অব এক্সিলেন্সসহ একটি সংগঠনের কার্যালয়। দ্বিতীয় তলায় ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, ক্যাটালগার ও সহকারী লাইব্রেরিয়ানদের কক্ষ। চতুর্থ তলায় স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগার ও স্কুল অব লাইফ সায়েন্সের ডিনের কার্যালয়। চতুর্থ তলার এক কোণে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার ও একটি রিডিং রুম। তৃতীয় তলায় প্রধান গ্রন্থাগারিকের কক্ষ ছাড়াও দুটি প্রশাসনিক কক্ষের পর রিডিং রুম মাত্র দুটি। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া শিক্ষকদের গবেষণার জন্যও নেই আলাদা কোনো কক্ষ।

ডিজিটালাইজড হলেও লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই নেই। যা আছে সেগুলোর বেশিরভাগই সেকেলে। এমনকি শিক্ষকরা যেসব বই ক্লাসে পড়ান কিংবা রেফারেন্স দেন তার অধিকাংশই নেই লাইব্রেরিতে। অর্থনীতি বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী মার্জিয়া হক সিথী বলেন, একাডেমিক বইয়ের পাশাপাশি নতুন কোনো সাহিত্য বইও এখানে নেই। এত বড় লাইব্রেরিতে এসে যখন বই না পাই, তখন মনটাই খারাপ হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি চৌধুরী আমির হামজা বলেন, আমাদের এখানে ক্যাফেটেরিয়া কিংবা ইউনিভার্সিটি সেন্টারে গ্রুপস্টাডি করার পরিবেশ নেই। তাই লাইব্রেরিই ভরসা। কিন্তু বইয়ের অপর্যাপ্ততা ও বই নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি বিমুখ করেছে। ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সঙ্গীতা সরকার বলেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি পড়তে, শিখতে। কিন্তু লাইব্রেরিতে গিয়ে যখন বই পাই না, তখন গিয়ে কি লাভ? তিনি আরও জানান, জার্নালের সংগ্রহ অত্যন্ত কম। প্রতি সপ্তাহে না হোক অন্তত প্রতি মাসে বাইরের দেশের পত্রিকা/জার্নাল রাখার ব্যবস্থা করলে ভালো হতো।

লাইব্রেরির একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, এক সময় লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খুব ভালোই ছিল। কিন্তু এখন রিডিং রুমগুলো ফাঁকা দেখা যায়।

সম্প্রতি প্রকাশিত ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় শাবির শিক্ষার্থীদের ফল অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় খারাপ হওয়ায় কারণ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন অনেক শিক্ষার্থী। যার মধ্যে লাইব্রেরির বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। স্কলারের পাশাপাশি দেশের জন্য দক্ষ মানুষ তৈরিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মন্তব্য করেন শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত অর্থনীতি বিভাগের রহিম উদ্দিন তালুকদার।

এদিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিচতলা যেন ময়লার ভাগাড়। ময়লার স্তূপের কারণে ভেতরের সিঁড়ি বন্ধ হয়ে আছে। দুর্গন্ধে আশপাশে যাওয়া কষ্টকর। নিচতলার বাথরুমের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়।

সার্বিক বিষয়ে লাইব্রেরিয়ান আবদুল হাই ছামেনী বলেন, আমরাও চাই শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত বইয়ের ব্যবস্থা করে দিতে। তবে নিচতলার পুরোটা ও চতুর্থ তলার বড় একটা অংশ হাতে না থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা করা যাচ্ছে না। বইয়ের অপ্রতুলতার বিষয়ে তিনি বাজেটের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। বিভাগগুলোর চাহিদা পূরণের পর হাতে টাকা না থাকায় সাহিত্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বই কেনা অনেকটাই কষ্টকর বলে তিনি জানান।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষার্থীরা না থাকলে লাইব্রেরি থাকার কোনো সার্থকতা নেই। শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিমুখী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শিগগিরই নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কার্যক্রমই একটি গতিশীল প্রক্রিয়া বলে তিনি মন্তব্য করেন।